মুজিবনগরে যুব সমাবেশ ও আহব্বায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সামাজিক উন্নয়ন, মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যুব সমাবেশ ও আহব্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) বেলা বারোটার দিকে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এক যুব সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়।

যুব সমাবেশে ইমরান হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জাহঙ্গীর হোসেন, মিহিদুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম, আবির হোসেন, বায়োজিদ হোসেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, এই যুব সংঘ মুজিবনগরকে মাদক মুক্ত করার লক্ষে বিশেষ ভাবে ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা,অসহায়- দরিদ্র শ্রেনীর মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ করতে এই সংগঠনটি পরিচালিত হবে। যুব সমাবেশ শেষে ওমর ফারুককে আহব্বায়ক, হাবিবুর রহমান(বিকু) কে যুগ্ম আহব্বায়ক ও জাহাঙ্গীর হোসেনকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটি গঠন শেষে যুব সংঘের আহব্বায়ক ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়।

মুজিবনগরে যুব সমাজের বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

মেহেরপুরের মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ দর্শনা প্রধান সড়কের দুই পাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কেটে ফেলা গাছগুলোর শূন্যতা পূরণ করলো বল্লভপুর যুবসমাজ।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সকাল দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের শিক্ষার্থী ও যুব সমাজের উদ্যোগে বল্লভপুর গুড নেইবারর্স হতে আটকবর প্রধান সড়কের দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম।

এর আগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি’র ব্যানারে দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাটি এই স্লোগানে শিক্ষার্থী ও যুবসমাজ গাছ লাগিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

এ সময় বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস রিঠুসহ স্কুলের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতায় থাকা সাইমন মন্ডল বলেন, রাস্তা বড় করার জন্য যে গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে, তারপর থেকে রোদের যে তীব্রতা আমরা সেটা বুঝতে পারছি। তাই রোদের এই তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য এবং পরিপূর্ণ অক্সিজেন পেতে আমাদের যুব সমাজ, শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসীর আয়োজনে, এই উদ্যোগ। আমরা চাই আমাদের মত বাংলাদেশের সকল যুবসমাজ রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দিতে এগিয়ে আসবে।

উক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে পথচারীদের মাঝে চারা বিতরণ সহ রাস্তার দু পাশে ৫৫০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়।

মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ: বাড়িতে ঢুকে অতর্কিত হামলা আহত ২

মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের অতর্কিত হামলায় স্বামী-স্ত্রী আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোর বেলায় উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ইনসান আলীর বাড়িতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘুমিয়ে থাকা ইনাসান আলীর মেয়ে আসমা খাতুন (২৬) ও তার জামায়

রাকিব হাসান (৩৫) মারাত্মক জখম হন। তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, আহত রাকিব হাসানের মাথায় ১৬ টি সেলাই হয়েছে। রাকিব হাসানের স্ত্রী আসমা খাতুনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আহত আসমা খাতুন জানান, দির্ঘদিন ধরে আমাদের দুপক্ষের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। পরে গত বৃহস্পতিবার গ্রাম্য সালিসে বিষয়টি মিমাংসা হয় এবং আমাদের জমি পাওনা হয়। কিন্তু আজ শুক্রবার ভোর বেলায় ভবেরপাড়া গ্রামের মল্লিকের ছেলে মোতালেব,হেলাল নাতী মিনারুল, মোতালেব এর স্ত্রী শাহানারা মোতালেবের খালাতো বোন মিনুয়ারা ইনসান আলীর বাড়ির পকেট গেট ভেঙ্গে আচমকা বাড়িতে প্রবেশ করে আমাদের উপর দেশিয় অস্ত্র দিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় বাড়িতে বেড়াতে আসা ইনসান আলীর জামায় রকিব হাসান এর মাথায় আঘাত করে আহত করে স্বর্নের চেইন,ঘরে থাকা আড়াই লাখ টাকা তারা নিয়ে যায়। আমাদের চিৎকারে আশে পাশের লোকজন এগিয়ে আসলে তারা পালিয়ে যায়। তানিয়ারা উদ্ধার করে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে তারা মামলা করবেন বলে প্রতিবেদককে জানান, স্থানীয় কয়েকজন জানান, সালিসে মিমাংসা হওয়ার পরও মারামারির ঘটনা ঘটে। আমরা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত মোতালেব জানান, আমরা তাদের কোন মারধর করিনি। কিভাবে মাথা ফাটলো আমি জানিনা। টাকাপয়সা কোন কিছুই নিইনি। সব অভিযোগ মিথ্যা। আমাদেরকে হেনেস্তা করার জন্য তারা এই মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম জানান, ঘটনাটি আমি শুনেছি এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসনের গীর্জা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গীর্জা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে তারা উপজেলার ভবেরপাড়া গীর্জা, এতিমখানা, বল্লভপুর গীর্জা, বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল এবং এতিমখানা পরিদর্শন করেন।

এ সময় তারা ভবরপাড়া গীর্জার ফাদার আলবিনো সরকার, সিষ্টার মালোতি মালো এবং বল্লভপুর গীর্জার ফাদার রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, হাসপাতালের এডমিন আলফ্রেড বিনিময় বিশ্বাস এবং সিস্টার জিলিয়ান এম রোজসহ কর্মকর্তাদের সাথে গীর্জার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় মুজিবনগর নির্বাহী অফিসার তাদেরকে বলেন, দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সংখ্যালঘুর ধোয়া তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা করছে। আপনারা এই সমস্ত প্রোপাগান্ডা বিশ্বাস করবেন না স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই। আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। এই বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান। আপনারা নিশ্চিত মনে থাকবেন আপনাদের পাশে আমরা আছি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ বলেন, যারা সংখ্যালঘু ধোয়া তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে তারা কখনোই এই দেশকে ভালোবাসে না। এই দেশে আমার যতটুকু অধিকার আপনাদের ততটুকু অধিকার। এই বাংলাদেশে ধর্ম যার যার বাংলাদেশ সবার। সংখ্যালঘুর ধোয়া তুলে কেউ যদি পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে চাই সে যেই হোক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি হুশিয়ারি দেন।

তিনি আরো বলেন, আপনারা নিশ্চিত মনে থাকবেন কারণ আপনারা

বাংলাদেশের নাগরিক এই দেশের সন্তান আপনাদের উদ্যোগের কোন কারণ নেই।বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে যে কোন প্রয়োজনে আপনারা আমার কাছে ফোন দিবেন সঙ্গে সঙ্গে আমার পুলিশ বাহিনী আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সদস্যদের সাথে ওসির আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা

গত ৫ আগষ্ট ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শেখ হাসিনার পতনের পর মুজিবনগরে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর থানার ওসির অফিস কক্ষে উপজেলার আইনশৃঙ্খলা সহ সার্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

এ সময় দি টিচার প্রতিনিধি সাংবাদিক মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, দৈনিক সংগ্রাম এর প্রতিনিধি খায়রুল বাসার,ভোরের কাগজ প্রতিনিধি হাসান মুস্তাফিজুর রহমান,দৈনিক মাথাভাঙ্গা প্রতিনিধি শেখ শফি,জবাবদিহি প্রতিনিধি শাকিল রেজা,নিউজ ২৪ প্রতিনিধি ডালিম সানোয়ার,ইনক্লাব প্রতিনিধি এসএম ফিরোজুর রহমান বিজয়,সময়ের সমীকরন প্রতিনিধি সোহাগ মন্ডল,বাংলা ইনডিপেনডেন্ট প্রতিনিধি জাহিদ হাসান, আকাশ খবর প্রতিনিধি রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সৌজন্যে সাক্ষাৎ এ আইনসৃঙ্খলা বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম বলেন, মুজিবনগরের মানুষ খুবই সুশীল এবং মার্জিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ৫ ই আগস্ট পরবর্তী অনেক বড় বড় সহিংস ঘটনা ঘটলেও মুজিবনগরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন বড় ধরনের কোন রকমের প্রাণহানিকর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এজন্য তিনি মুজিবনগর এর সকল মানুষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

তিনি আরো বলেন বর্তমানে মুজিবনগর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ সকল পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। পুলিশ এলাকায় নিয়মিত টহল অব্যাহত রেখেছে।

এসময় উপজেলাকে সন্ত্রাস, মাদক মুক্ত করতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান তিনি।

মুজিবনগরে ইউপি চেয়ারম্যানকে বিতাড়িত করে পরিষদ কার্যালয়ে তালা

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের দুই বারের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজকে বিতাড়িত করেছে এলাকাবাসী,ও তার মেয়াদের নির্যাতিত কয়েকজন মেম্বার।

আজ রবিবার সকালে, সরজমিনে গিয়ে জানা যায় গত ৫ই আগস্ট পরবর্তী সময়ের পর মোনাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানের দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর, আজ রবিবার, সকালে চেয়ারম্যান তার অফিস কার্যালয়ে আসেন। পরে অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন, সহ ৮ নং ৯ নং ৭ নং ৬ নং ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বাররা ইউনিয়ন চত্বরে জড়ো হয়ে চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানকে বিতাড়িত করে, পরিষদ কার্যালয়ে তালা মেরে দেয়।

এ বিষয়ে এলাকাবাসীর কাছে ঘটনার বিষয় জানতে চাইলে এলাকাবাসী বলেন চেয়ারম্যান মফিজ, সাবেক মন্ত্রীর ক্ষমতা ব্যবহার করে ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, স্বজন প্রীতি ও মাদক সেবনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছিল তাই আমরা তাকে বিতাড়িত করেছি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সিরাজুল ইসলাম বলেন আমি গত দুইবার জনগণের ভোটে মেম্বার হয়ে জনগণের কোন উপকার করতে পারেনি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন আমি বিএনপি করার কারণে ওই চেয়ারম্যান আমাকে কোন কাজ বা উন্নয়নমূলক কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি এবং পরিষদে আসতেও বাধাগ্রস্থ করেছে, তাই আমি

এলাকাবাসীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছি।

৯ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার পালু বলেন চেয়ারম্যান মাদক সেবনকারী, তাই আমার গ্রামের মাদক সেবীদের সাথে আতাত করে আমাকে কোণঠাসা করে রেখেছে, তাই আমিও এলাকাবাসীর পক্ষে।

১ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, চেয়ারম্যান আমার বন্ধু এটা আমি বলি, কিন্তু ওই মফিজ আমাকে তো কোন ধরনের কাজ দেয়নি ও পরন্ত তার মাদক সেবী বাহিনী দিয়ে আমার উপরে হামলা করে ও মারাত্মক আহত করে। আমি কোন বিচার পাইনি, অবিলম্বে তার অপসারণ চাই।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান মফিজুরের আস্থাভাজন ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বার ডালিম বলেন আমি তেমন কিছু জানি না, বোর্ডে গিয়ে দেখি অনেক লোকজন চেয়ারম্যান কে পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত পরিষদে আসতে নিষেধ করে এবং পরিষদ চত্বরে তালা মেরে দেয়।

ঘটনার সত্যতা জানতে চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোন বক্তব্য দিবেন না।

এছাড়াও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমি এ বিষয়ে অবগত নয় এবং আমাকে কেউ জানায়নি, তবে আমি জানতে পারলে অবশ্যই আপনাদের বিস্তারিত জানাবো।

মুজিবনগরে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে হত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

উপজেলা বিএনপির আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কেদারগন্জ বাজারে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

এসময় মাসুদ অরুন বলেন, ছাত্র হত্যার বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না। শেখ হাসিনাকে ও তার দোসরদের দেশে ফিরিয়ে এনে পিলখানা হত্যা, বিএনপি নেতা কর্মীদের গুম খুন সহ জুলাই আগস্ট মাসের ছাত্র জনতা হত্যা সহ সমস্ত নির্যাতনের বিচার এই দেশের মানুষ করে ছাড়বে ইনআশাল্লাহ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপি সভাপতি এ্যাড: মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাবু,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান,সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির,সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, শ্রমিকদল, যুবদল, ছাত্রদলসহ উপজেলা বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যাক নেতা কর্মীরা অংশ নেন।

মুজিবনগরে বাড়িতে ছাগল যাওয়াকে কেন্দ্র করে দম্পতিকে কুপিয়ে জখম

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাড়িতে ছাগল যাওয়াকে কেন্দ্র করে ইউনুস আলী
(৫০) ও তার স্ত্রী নুরজাহান (৪০) বেগমকে কুপিয়ে জখম করেছে একরাম আলী ও তার ছেলে শাহীন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে এ ঘটনা

ঘটে। পরে ৯৯৯ এ কল করে সাহায্য চাইলে মেহেরপুরের আর্মি ক্যাম্পের মাধ্যমে মুজিবনগর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়।

এ ঘটনায় ভবানীপুর গ্রামের একরাম আলী তার ছেলে শাহীন আলী ও মেয়ে বিথী খাতুনকে আসামী করে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আহত ইউনুস আলীর বাড়িতে একরামুল আলীর ছাগল চলে যায়। পরে ইউনুস আলী সেই ছাগলকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এনিয়ে দুপক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে ইউনুস আলী ও তার স্ত্রীকে একরামুল ও তার ছেলে, মেয়ে মিলে হাসুয়া ও অন্যান্য দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে।

এ ব্যাপারে একরামুলের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর সবাই পলাতক বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা। ঘটনা ও মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম।

মুজিবনগরে ঘুমন্ত অবস্থায় এক ব্যাক্তিকে কুপিয়ে হত্যা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের আলমগীর হোসেন আলম (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

নিহত ব্যক্তি তারানগর গ্রামের আগবত আলীর মেজ ছেলে।

সূত্র মারাফাতে জানা গেছে, মৃত আলমগীর হোসেন আলম তার স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে গতকাল শুক্রবার (০৯ আগস্ট) রাত অনুমানিক সাড়ে ৮ দিকে রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে নিজ ঘরে এবং আলমগীর পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত অনুমানিক সাড়ে ১২ টার

দিকে তার বড় মেয়ে শুকতারা খাতুন (১৮) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মৃতের স্ত্রী বেদেনা খাতুন (৩৫)এর সঙ্গে ঘরের বাইরে যেতে চাইলে তাদের রুমের ছিটকানী বাইরে থেকে আটকানো বুঝতে পেরে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা মৃত আলমগীরের বড় মেয়ে একাধিক বার জোরে জোরে ডাকতে থাকে। ডাকাডাকির এক পর্যায়ে সাড়া না পেয়ে মৃতের স্ত্রী বেদেনা খাতুন একই গ্রামে পূর্বপাড়ায় তার শশুর আগবত আলীকে ফোন দিয়ে তাদের রুমের দরজার বাইরে থেকে আলমগীরকে ডেকে সাড়া না দেওয়ার বিষয়টি জানায়। তাৎক্ষনিকভাবে মৃতের বাবা ও মা আকলিমা খাতুন(৬২) ছেলে আলমগীরের বাড়িতে এসে ছেলের ঘরে গিয়ে ছেলে আলমগীরের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকে। অতঃপর তারা তাদের পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনী শুকতারা (১৮),ইকরামুল (১২) ও ইয়াসমিন(৭)দের রুমের দরজা বাইরে থেকে আটকানো দেখে খুলে দেয়।

শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশে একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শেষে লাশ হেফাজতে নেয় বর্তমানে লাশ মুজিবনগর থানায় হেফাজতে আছে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান,খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থানে গিয়ে লাশ হেফাজতে নেই। প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে যে,পূর্ব শত্রুতার জের ধরে অজ্ঞাতনামা খুনি/খুনিরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকান্ড ঘটতে পারে। তবে কি কারনে এই হত্যাকান্ড এখনি বলা যাচ্ছে না তদন্ত করার পরে জানা যাবে প্রকৃত কারন। লাশ ময়ন্তাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও বিজিবির নিরাপত্তা তিন থানার কার্যক্রম শুরু

সেনাবাহিনী ও বিজিবির নিরাপত্তায় মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (৯ আগস্ট) দুপুরের পর থেকে থানার স্বাভাবিক

কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সেনাবাহিনী ও মুজিবনগর থানায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবির পাশাপাশি সেনাটহলও অব্যহত রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর সহযোগীতায় আমরা স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করেছি। মুজিবনগরে বিজিবি মোতায়েনের আদেশ হয়েছে তারাও পুলিশকে সহযোগীতা করবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশের বিভিন্ন থানায় ভাংচুর, হামলা ও অগ্নিসংযোগকরা হলে পুলিশ সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে কর্মবিরতীতে যায়। ফলে এই সময়ের মধ্যে মেহেরপুরসহ সারাদেশে ব্যাপক ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায় দূবৃত্তরা। এর মধ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নেয়। শুক্রবার সারাদেশে দেশের সকল থানায় স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগে সেনাবাহিনী ও বিজিবি সহযোগীতা প্রদান করে।